or dealt with by the proposed division of them into four, namely Northern, Eastern, Western and Central.

As regards the other point raised, namely whether the introduction of the scheme will stand in the way of those rural boys who wish to proceed to higher standards, the Government Resolution lays down definitely that the new scheme is meant for those only who do not intend and are not likely to proceed to higher courses of study. The scheme is based on this assumption and with the reservation mentioned above we have no fault to find with it, provided the assumption be true. Whether the assumption is true or not opens up a broader question of social organization than we are prepared to discuss here.

G. C. B.

ভাষাবিভ্রাট।

নানারকম বিষয় আমার মাথার মধ্যে গজগজ করিতেছে। ময়রার দোকানে তবকে তবকে শালপাতা ও থরে থরে বরফি জিলিপি সাজান থাকে; চাষীর উঠানে সারি সারি ধানের পালুই দেওয়া থাকে; বেনের বিপণিতে পাতা পাতা মসলা-বাঁধা থাকে; বৈদ্যুতিকের আলয়ে যোগ ও বিয়োগ-শক্তিপূর্ণ "সেলের" শ্রেণী; রাসায়নিকের মন্দিরে রঙ বেরঙ শিশির বাহার; পরীক্ষার সময় সেনেট হাউসে গণ্ড অপোগণ্ড ছেলের কাতার; আমার মাথায় সেইরূপ নানাবিধ বিষয় অর্থাৎ ম্যাটার থরে থরে, তবকে তবকে, কাতারে কাতারে, সাজান রহিয়াছে। কম্পোজিটার যেমন "কেসের" অগণ্য খুপরি হইতে "টাইপ" তুলিয়া তড়িৎ বেগে "কম্পোজ" করিয়া চলে, আমিও সেইরূপ আমার মস্তকের খুপরি হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উত্তোলন করিয়া প্রায়ই তুমুল আন্দোলন করিয়া থাকি। পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়াছি, যাহার মাথা যত বড় ও ভারী, আর মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থ যত অধিক কুণ্ডলীপাকান, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধিও তদনুসারে পরিমাণে অধিক ও ধারে

তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। আমার মাথাটা বড় বটে, কিন্তু তদনুরূপ ভারী ও কুণ্ডলী-কৃত কিনা, তাহা স্থির করিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। মনে করিয়া রাখিয়াছি, সময় উপস্থিত হইলে, উহুল করিয়া মাথাটা "রয়েল ইনষ্টিটিউশন, "রয়েল সোসাইটী" অথবা "এসিয়াটিক সোসাইটীতে" দান করিয়া যাইব। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া স্নায়ুপদার্থের ভার ও কুণ্ডলাকার স্থির করিবেন। এখন কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলিতে পারি যে, আমার বিদ্যা যেরূপ নানাবিষয়িণী ও বুদ্ধি যেরূপ সূক্ষ্মানুগামিনী, তাহাতে পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা না করিলেও, একেবারে এখনই একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। পণ্ডিতগণের গবেষণার পোষকতার জন্য, আর বিজ্ঞানের খাতিরে, আমি নিজের এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ আমি অহমত্ব, নিজত্ব, বড়ই ঘৃণা করি। নিতান্ত অচল হইলেই অহমত্বে হাত দিতে হয়।

গোড়াতেই বলিয়াছি, আমার মাথা বিষয়ে অর্থাৎ ম্যাটারে পোরা। মস্তিষ্কের পাকে পাকে, সন্ধিতে সন্ধিতে, পর্দ্দায় পর্দ্দায়, খোপে খোপে বিষয় সকল পায়রার ন্যায় উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। সোজা কথায় বলিতে গেলে, আমার ভাবের অভাব নাই। এখন সেই সকল ভাবকে, পোষাক পরাইয়া দশজনের সাক্ষাতে বাহির করিব, এই আমার ইচ্ছা। শুনিতে পাই, ঘোড়া হইলে চাবুকের অভাব হয় না, ভাব থাকিলে ভাষার অভাব হয় না। এ শুনা কথার ভরসায় কোমর বাঁধিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম,—বিষয়কে পোষাক পরাইতে, ভাবকে ভাষায় সাজাইতে, অগ্রসর হইলাম।

সূচনাতেই মহাবিভ্রাট উপস্থিত। অধীনের নানাভাষায় দখল। বাঙ্গলাত না পড়িয়াই শিখিয়াছি, কারণ উহা মাতৃভাষা। মাতৃভাষা কি আর পড়িয়া শিখিতে হয়? ছেলে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইবে আশা করিয়া, পূজ্যপাদ পিতৃদেব কত কম বয়স হইতে যে, ইংরেজীতে আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে নাই। কাজেই ইংরেজী ভাষায় একটু বিশেষ দখল জন্মিয়াছে; অন্ততঃ ইহাই আমার বিশ্বাস। ফরাশী ও জার্ম্মাণ ভাষাতেও, ছাইতে না জানি, গোড় চিনি। উর্দ্দু ভাষাতে "বাগ-ও-বাহার", আর ফার্শিতে "গোলেস্তা" পর্য্যন্ত দৌড় আছে। উড়িয়ার অক্ষর চিনি ও হিন্দিতে দরোয়ান বেহারা চালাইতে

পারি। কাজেই মহা সমস্যা উপস্থিত হইল, কোন্ পরিচ্ছদে, কোন্ ভাষায়, ভাবকে সাজাই। 'বাঁশবনে যেমন ডোম কানা, আমি সেইরূপ ভাষাবনে কানা হইলাম। অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া, আঁচ পাঁচ করিয়া ঠিক করিলাম, আজ কাল যেরূপ দেশ-উদ্ধারের পালা পড়িয়াছে, দেশী জিনিসের আদর বাড়িয়াছে, তাহাতে দেশীয় ভাষাকেই অবলম্বন করা উচিত। যখন সমস্ত মিটিল, তখন আর ভাবনা কি? গণেশকে স্মরণ করিয়া লেখনী ধারণ করিলাম। ধরিবামাত্র লেখনী বিদ্যুৎ গতিতে চলিতে লাগিল। তখন ভাবে ও ভাষায় মহা ধুন্দুমার যুদ্ধ উপস্থিত হইল, যেন ভাব ও ভাষার ঘোড়দৌড়-খেলা আরম্ভ হইল, কে কাহার আগে যায়? ভাব ও ভাষার এইরূপ ঘোড়দৌড় চলিতেছে, এমন সময় পার্শ্বস্থ এক বন্ধু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ভায়া, থাম থাম, লেখনী বন্ধ কর।" লেখনীকে কি তখন সহজে বন্ধ করা যায়! জোরে ব্রেক কষিয়া, গণেশের হাতে পায়ে ধরিয়া, কষ্টে লেখনীকে বশে আনিলাম। তখন পার্শ্বস্থ ভায়া বলিলেন, "দেখ, তুমি কোন্ ভাষায় লিখিতেছ, তাহা ঠিক ঠাওরাইতে পারিতেছি না। অক্ষরগুলা বাঙ্গলা বটে, কিন্তু ভাষাটা ছাঁকা ইংরেজী ছাঁচে ঢালা। পরিচ্ছদ দেখিয়া কে ইহাকে দেশীয় জিনিস বলিয়া চিনিবে?" বন্ধুকে বলিলাম, "দেখ ভায়া তুমি যেটাকে দোষ বলিয়া ধরিতেছ, আমি সেটাকে গুণ বলি। বাঙ্গলা ভাষা আধুনিক, ইহাতে শব্দের অভাব, সাহিত্যের অভাব, নূতন ধরণের অভাব। এরূপ দুরবস্থাগত ভাষাকে উন্নত করাই আমার ইচ্ছা। সেই জন্য ইংরেজীর "বুকনি" দিয়া, ইংরেজী ছাঁচে ঢালিয়া, বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গরাগ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। দেখ, এরূপ না করিলে ভাষার অঙ্গপুষ্টি হয় না। সকল ভাষার ইতিহাসেই ইহা দৃষ্ট হয়।" আমার গভীর গবেষণাপূর্ণ কথাগুলি তিনি বুঝিতেই না পারুন, অথবা যে কারণেই হউক, বন্ধুপ্রবর আমার লেখনী বন্ধ করিলেন। তিনি বলিলেন "এরূপ হ্যাটকোট-পরা, কলার-আঁটা, বাঙ্গলা চলিবে না। লেখ ত নিভাঁজ বাঙ্গলা ভাষাতেই লেখ।" উচ্চ আদর্শের অনাদর দেখিয়া, উচ্চ আদর্শের সমজদার লোক নাই বুঝিয়া, বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভাবিয়া, সেই দিন হইতে বাঙ্গলা লেখা ত্যাগ করিলাম, দেশ-উদ্ধার ব্রতের উদ্যাপন হইল না।

দেশ-উদ্ধার ব্রত ত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ভাব-প্রকাশে বিরত হইলাম না।

বাঙ্গলা ছাড়িয়া ইংরেজী ধরিলাম। ভাষা ত অনেক জানা আছে, তবে আর ভাবনা কি? ইংরেজী ভাষা, মাতৃভাষা না হউক, মাতৃভাষার কাছে কাছে যায়, সময়ে সময়ে মাতৃভাষা অপেক্ষা অধিক রপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কাজেই ইংরেজীতে কলম চালাইয়া দিলাম, কলম দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। এবারে কিন্তু গণেশের সাহায্য পাইলাম না। ম্লেচ্ছ ভাষা লিখিবার পক্ষে সাহায্য করিলে, পাছে জাতি যায়, সেই ভয়ে তিনি শুঁড় গুটাইয়া গাটাকা দিলেন। নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সবেগে কলম চালাইলাম।

তীর-তারা-উল্কা-বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥

কিন্তু আমার সেই পুরাতন বন্ধু পুনরায় আমার কাজে অন্তরায় হইলেন, পুনরায় আমাকে বাধা দিলেন। আমি বিরক্ত হইয়া লেখনী বন্ধ করিলাম। প্রতিপদে এইরূপ বাধা ঘটিলে, মানুষ কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে? শরীরটা ত রক্ত মাংসের বটে। তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কলম বন্ধ করিয়া বসিলাম, তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। তিনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ভায়া, রাগ করিও না। রাগ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। তুমি যাহা লিখিতেছ, তাহাতে শিখিবার অনেক আছে, জানিবার অনেক আছে। কিন্তু ভাষাটা যেন কেমন একটু গোলমেলে গোছ ঠেকিতেছে। সূতাটা বিলাতী বটে, কিন্তু বোনাটা যেন দেশী। টানাপড়েনে যেন ঠিক মিল নাই। ধোপে নিশ্চিত খুলিবে, কিন্তু কোরা থানে গোরা ভ্রম হয় না। ইহার একটা উচিত ব্যবস্থা কর।" বন্ধুপ্রবর নিঃস্বার্থ পরোপকারী, কাজেই তাঁহার কথায় সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না। তথাপি তাঁহার টিপ্পনী আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দিল। হাজার কদাকার হইলেও, নিজের ছেলের নিন্দা কি কেহ সহজে সহ্য করিতে পারে? পরের কালছেলে কাসজোঁক, নিজের কাল ছেলে যে কালমাণিক। বরাবরই অভিমান ছিল, আমি একজন ইংরেজীওয়ালা, ইংরেজী লেখায় আমি একজন সুরবীর। কিন্তু তাঁহার বহু বিচার ও গভীর তর্কের বলে, আমার সে ভ্রম আজ ঘুচিল। আজ বুঝিলাম, বিদেশীয় ভাষার মারপেঁচ সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত করা অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য।

নানাভাষা-জানার শেষ ফল বড় বিষময় হইল; নিভাঁজ বাঙ্গলা লিখিতে পারিলাম না, চোস্ত ইংরেজী কলম হইতে বাহির হইল না, কালা-বাঙ্গলার ভাঁজে ভাঁজে গৌর বর্ণের আব্ ছাওয়া, গোরা-ইংরেজীর মাঝে মাঝে কালিমার কলঙ্ক দেখা দিল, এখন উপায় কি ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, বন্ধু ভায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। তাহাতে লোকে হাসিতে পারে, কিন্তু উহা যে অভিনব তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গলার টানা ও ইংরেজীর পড়েন, হিন্দি উর্দ্দুর বুটী ও সংস্কৃতের ছোপ, ফরাশীর পাড় ও লাটিনের ফুঁপি, এই উপকরণ ও প্যাটারেণে ভাষা বুনিয়া, লোকের সমক্ষে ধরিব স্থির করিলাম। বাজারে কি ইহার কাটতি হইবে না ? এখন ত চারি ধারেই সংস্কার চলিয়াছে ; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার, সমাজের সংস্কার, ধর্ম্মের সংস্কার, এমন কি পুলিশেরও সংস্কার চলিয়াছে। এই সংস্কারের যুগে, আমার এই সামান্য ভাষা-সংস্কার কি চলিবে না ? আমার এই অভিনব সংস্কৃত ভাষা চলুক আর না চলুক, বাজারে ইহার খাপ হউক আর না হউক, আমার সেই নাকতোলা পিটপিটে ছুঁচিবেয়ে বন্ধুভায়া যে, ইহার উপর টীকা টিপ্পনী করিতে পারিবেন না, ইহাকে কোনও বিশেষ ভাষার কায়দার মধ্যে কয়েদ করিতে পারিবেন না, ইহাই আমার বিশেষ আনন্দ, ইহাতেই আমার মনের শান্তি।

শ্রীখিচুড়ী বিদ্যার্ণব।

EXTRACT.

The Examination Chaos.

England is probably the most examination-ridden country in the world. France and Germany, especially the former, are by no means free from the grind of examinations, but as Matthew Arnold pointed out long ago in the case of France, the public examinations are placed almost entirely at the end of